অর্থ ঋণ মোকদ্দমা নং-১৭৫/২০২২।

হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা-ঢাকা।

মোকামঃ জজ, অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

উপস্থিতঃ জনাব মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

রায় ঘোষনার তারিখঃ- ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
অক্টোবর/১১, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

অর্থ ঋণ মোকদ্দমা নং-১৭৫/২০২৩।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি----------বাদীপক্ষ।

গুবনামগু

পলাশখান এবং অপর ০১জন----------বিবাদীপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শাহীন মিয়া----------এডভোকেট, বাদীপক্ষে।

১। জনাব মোহাম্মদ এখলাস উদ্দিন----------এডভোকেট, বিবাদীপক্ষে।

অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেয়া হলে আদালত নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেনঃ-

ইহা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিগত ২৫/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ২২,৫০,০৬৫.৯২ (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা বিরানব্বই পয়সা মাত্র) টাকা পাওনা আদায়ের দাবীতে আনীত একটি মামলা।

বাদীপক্ষের মামলার সার সংক্ষেপ এই যে,

বাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। ১নং বিবাদী ঋণগ্রহীতা এবং ২নং বিবাদী ঋণের বন্ধকদাতা ও ব্যক্তিগত জামিনদার। ১নং বিবাদী 'মেসার্স মক্কা ইলেক্ট্রনিক্স' নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্যে গত ২৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ঋণের আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক ২১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র মূলে ১০,০০,০০০/- টাকা চলতি মূলধন সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুর করে। উক্ত ঋণের নিরাপত্তাস্বরূপ ২নং বিবাদী তাহার মালিকানাধীন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ০২-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ১২৬৮৩ নং নিবন্ধিত দলিলমূলে বন্ধক প্রদান করেন এবং একই তারিখে ১২৬৮৪

নং আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করেন। তদুপরি বিবাদীগণ ব্যক্তিগত জামিননামা, ডিপি নোট, ডিপি নোট ডেলিভারি লেটার, ফরম এ-স্পেশাল, ফরম কে-স্পেশালসহ প্রয়োজনীয় চার্জ দলিল ও হলফনামা সম্পাদন করেন।

পরবর্তীতে ১নং বিবাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক ১৪-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-এসবিএল/দিল/সাখবি/মক্কা/৮৯১ মূলে ঋণসীমা ১০,০০,০০০/- টাকা হইতে ১৫,০০,০০০/- টাকায় বর্ধিত ও নবায়ন করে। বর্ধিত ঋণের নিরাপত্তার্থে ২নং বিবাদী ০১-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৬৭৮৪ নং বন্ধকী দলিল ও ৬৭৮৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করেন। অতঃপর বিবাদীর আবেদনের ভিত্তিতে বাদী ব্যাংক যথাক্রমে ২৬-০৪-২০১১, ২৮-০৬-২০১২, ২৫-০৯-২০১৩, ০৪-০৬-২০১৫, ২০-০৭-২০১৬ এবং সর্বশেষ ১২-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৫,০০,০০০/- টাকার সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা এক বছর মেয়াদে নবায়ন করে। প্রতিবার নবায়নের সময় বিবাদীগণ প্রয়োজনীয় চার্জ দলিল, ব্যক্তিগত জামিননামা ও বিদ্যমান বন্ধক বহাল রাখার চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরিকৃত ঋণসুবিধা ভোগ করেন।

কিন্তু বিবাদীগণ চুক্তির শর্তানুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে বাদী ব্যাংক ১২-০৯-২০১৮ ও ১৬-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণসহ বারবার তাগাদা প্রদান করে এবং সর্বশেষ ১০-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। তথাপি বিবাদীগণ ঋণ পরিশোধ করেন নাই। এমতাবস্থায় বাদী ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১২(৩) ধারার বিধান অনুসারে বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ০৩-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং ৩০-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ নিলামের জন্য ধার্য করে। বিবাদীর নিকট বাদী ব্যাংকের বিগত ২৫/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২২,৫০,০৬৫.৯২/- টাকা পাওনা হয়। কিন্তু কোনো দরদাতা অংশগ্রহণ না করায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় ও পাওনা সমন্বয় সম্ভব হয় নাই। ফলে বাদী ব্যাংক বকেয়া ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অপরদিকে, ২নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতঃ বলেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলনীয় নহে, মোকদ্দমা দায়েরের কোনো কারণ উদ্ভূত হয় নাই এবং মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১নং বিবাদী তাহার স্বত্বাধিকারাধীন মেসার্স মক্কা ইলেক্ট্রনিক্সের অনুকূলে ঋণ গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০০৯ তারিখে আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। উক্ত ঋণের বিপরীতে ২নং বিবাদী ০২/০৮/২০০৯ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল নং-১২৬৮৩ এবং আমমোক্তারনামা দলিল নং-১২৬৮৪ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে ১নং বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণ নবায়ন ও বর্ধিত করা হইলে বাদী ব্যাংক ও ১নং বিবাদীর চাপের মুখে ২নং বিবাদী ০১/০৪/২০১০

তারিখে পুনরায় বন্ধকী দলিল নং-৬৭৮৪ ও আমমোক্তারনামা দলিল নং-৬৭৮৫ সম্পাদন করেন। অতঃপর ০৫/০৭/২০১২ তারিখে বন্ধক বহাল রাখার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

২নং বিবাদীর দাবি, তিনি কেবল ১৪/০৩/২০১০ তারিখের মঞ্জুরিপত্রের আলোকে ঋণসংক্রান্ত দলিলাদি সম্পাদন করিয়াছেন; পরবর্তীকালে মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে কোনো দায় গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু, ১নং বিবাদীর নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বাদী ব্যাংকের সহিত যোগসাজশে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া ২নং বিবাদীর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হইয়াছে। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৬(৫) ধারার বিধান অনুসারে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে মূল ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতার সম্পত্তি আকৃষ্ট করা আবশ্যক মর্মে তিনি দাবি করেন। অতএব, প্রথমে ১নং বিবাদীর সম্পত্তি হইতে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইয়া বাদীর মোকদ্দমাটি খরচাসহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

মোকদ্দমাটির সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার আরজি ও লিখিত জবাব পর্যালোচনা করিয়া বিচার্য বিষয় সমূহ পূণর্গঠন করা হইলঃ

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১। বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় কি না?

২। বাদীর দাবীকৃত টাকা বিবাদীগণের নিকট পাওনা আছে কিনা?

৩। বাদী প্রার্থিতমতে প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহঃ

বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য ১ জন সাক্ষী তথা পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ আশ্রাফুল আলমকে আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। জবানবন্দি প্রদানকালে পি,ডব্লিউ-১ যে সমস্ত ডকুমেন্টস দাখিল করেছেন তা প্রদর্শনী-১-২০ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। পি,ডব্লিউ-১ কে জেরাকালে বিবাদীপক্ষ তর্কিত ঋন নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন এবং বাদীপক্ষের দাবিকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে রাজি আছেন মর্মে জানান।

অপরদিকে ২নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ করিলেও বাদীপক্ষের দাবি স্বীকার করে নেওয়ায় বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়নি।

অত্র মোকদ্দমার আরজি, জবাব, বাদীপক্ষে রেকর্ডকৃত জবানবন্দিসহ বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বিচার্য বিষয় ভিত্তিক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-১ঃ

বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না মর্মে লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রমানের জন্য বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয় নাই।

হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী প্রতিষ্ঠান যথাযথ আদালতে এডভেলোরেম কোর্ট ফি দাখিল করিয়া টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং সার্বিক দিক পর্যালোচনায় অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে আইনতঃ কোন বাঁধা আছে বলে প্রতিয়মান হয় না। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-২ ও ৩ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং-২ ও ৩ একত্রে আলোচনার জন্য গৃহিত হলো।

পক্ষগণের আরজি, জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সমগ্র রেকর্ড সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী Artha Rin Adalat Ain, 2003 এর বিধান অনুযায়ী বিগত ২৫/০৫/২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত হিসাবভুক্ত সুদসহ মোট ২২,৫০,০৬৫.৯২/- টাকা বিবাদীর নিকট হইতে আদায়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান মামলা দায়ের করিয়াছেন ।

Section 6(4) of Artha Rin Adalat Ain, 2003 অনুযায়ী হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আরজি, বিপরীত পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত, তাহা নিজেই একটি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। বাদী তাহার দাবীর সমর্থনে একমাত্র সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১ মোঃ আশ্রাফুল আলমকে উপস্থাপন করেন, যিনি তাহার জবানবন্দীতে আরজির বিষয়বস্তু সমর্থন করেন। তাহার সাক্ষ্য সঙ্গতিপূর্ণ, সুসংহত এবং বাদীপক্ষের দাবীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। জেরা চলাকালে তার সাক্ষ্যকে খণ্ডন বা দুর্বল করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ঘাটিত হয়নি। অধিকন্তু পি.ডব্লিউ-১ কে জেরাকালে বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের প্রদেয় ঋনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং দাবিকৃত সমুদয় বকেয়া কিস্তিতে পরিশোধের অভিব্যাক্তি প্রকাশ করেন।

উপর্যুক্ত সকল বিষয়, আরজি, লিখিত জবাব, সাক্ষ্য-প্রমাণ, জেরা, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সম্যক মূল্যায়ন করে অত্র আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে যে, বাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য ও সুসংহত প্রমাণের মাধ্যমে তাহাদের দাবি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব, উত্থাপিত বিচার্য বিষয়সমূহ বাদীপক্ষের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হলো এবং বাদীপক্ষ বিবাদীর নিকট হতে ২২,৫০,০৬৫.৯২ টাকা আদায়ের অধিকারী।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মোকদ্দমাটি ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ বিগত ২৫/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ২২,৫০,০৬৫.৯২ (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা বিরানব্বই পয়সা মাত্র) টাকার ডিক্রী হলো।

বাদীপক্ষ বিগত ০৯/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫০(২) ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্র মতে মুনাফা সহ প্রাপ্ত হবে।

বিবাদীপক্ষকে রায় প্রচারের ০১ (এক) বছর সময়ের মধ্যে ০৬ কিস্তিতে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকুলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালত যোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারিবে।

মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে বিবাদীপক্ষ যদি কোন টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে বিবাদীপক্ষ যদি কোন টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা বিধি মোতাবেক সমন্বয়করতঃ বাদীপক্ষকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আমার কথিতমতে মুদ্রিত ও সংশোধিত।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।